দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতাকে বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ২২.৯৬ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন- শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হবে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু, সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে। এ বিপুল কর্মক্ষম মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আহরণে বাংলাদেশ বেশ সুসংহত অবস্থানে রয়েছে। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৭.২ কোটি। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। ‘Human Development Report-2025’ অনুযায়ী ২০২৩ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩০তম যা ২০২২ সালে ছিল ১৩১তম। মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (৮৯), মালদ্বীপ (৯৩) ও ভূটান (১২৫) বাংলাদেশের উপরে এবং নেপাল (১৪৫), মায়ানমার (১৫০), পাকিস্তান (১৬৮) এবং আফগানিস্তান (১৮১) বাংলাদেশের নীচে অবস্থান করছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের মতোই ১৩০তম। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলো:

সারণি ১২.১: মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	১৯৯০	২০০০	২০১০	২০১৫	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
সূচকের মান	০.৩৯৭	০.৪৭৭	০.৫৬১	০.৬২১	০.৬৬৩	০.৬৬৩	০.৬৮০	০.৬৮৫

উৎস: Human Development Report 2025, UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২২.৯৬ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ২২.৩১ শতাংশ। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। ফলশ্রুতিতে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ১,৩৬,১১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৭.০৮ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে সারণি ১২.২ ও লেখচিত্র ১২.১-এ দেখানো হলো।

সারণি ১২.২: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫২৯১৪	৬৫৪৪৪	৬৭৯৩৫	৭৯৪৮৮	৮৫৭৬২	৯৪৮৭৭	৯৯৯৭৮	১০৪১৩৭	১১১১৫৬
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১৭৪৮৬	২০৬৫২	২৩৩৮৩	২৫৭৩৩	২৯২৪৭	৩২৭৩১	৩৬৮৬৩	৩৮০৫২	৪১৪০৭
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	১৩৪৩	১৮০৩	২০০৮	২০৬৩	২০৫৭	১৭০৯	১৯১৯	২০০৮	২৯৯১
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৩০৮	২৬২	২২৭	৩১৩	৩৫০	৩৬৫	৩৫৭	৩৪৭	৪৬৩
সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৯৪৩৩	১১৩৯৪	১৩৩৪৩	১৫০৮৩	১৬২৮৫	১৯৬৫৮	২১৪৭৪	২৪২১৪	২৫৫৬৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৮৪০	১১৫০	১৩০৯	১১৯৪	১২৩৫	১১৮২	১৩৩৮	১২০৫	১৪০০
মোট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৮২৩২৪**	**১০০৭০৫**	**১০৮২০৫**	**১২৩৮৭৪**	**১৩৪৯৩৬**	**১৫০৫২২**	**১৬১৯২৯**	**১৬৯৯৬৩**	**১৮২৯৮৩**

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। (*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক)

লেখচিত্র ১২.১: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

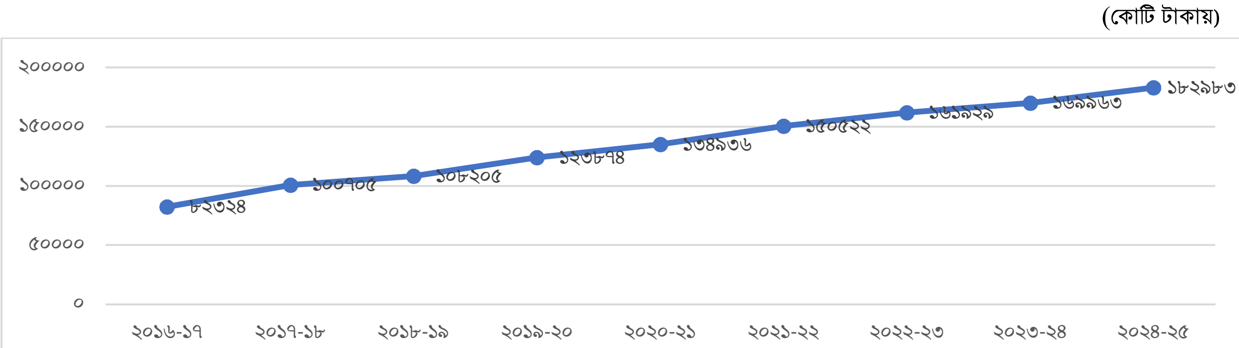

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। (*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং শিক্ষা লাভের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৮,৮১৯ কোটি টাকা। এসডিজি-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। ২০২৪ সালের এপিএসসি-র তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৮,৬০৭টি (বিভিন্ন এনজিও স্কুল, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসা/মসজিদভিত্তিক কেন্দ্র/কওমি মাদ্রাসাসহ ২৬ ক্যাটাগরির স্কুল)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। ২০২৪ সালে প্রাথমিক স্তরে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০১.৮৩ লক্ষ; এর মধ্যে ছাত্র ৯৮.৫৩ লক্ষ (৪৮.৮২%) এবং ছাত্রী ১০৩.২৯ লক্ষ (৫১.১৮%)।

২০১০ সালে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ছিল ১:৪৬; ২০২৪ সালে ১:২৮ এ উন্নীত হয়েছে। ২০২৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা ৩,৮৩,৬২৫ জন; এর মধ্যে মহিলা শিক্ষক ২,৫২,৭০৪ জন (৬৫.৯০%)। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষকের পদ সংখ্যা কমপক্ষে ৬টি। ২০১০-২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির তথ্য সারণি ১২.৩ এ দেওয়া হলো:

সারণি ১২.৩: প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

বছর	মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (লক্ষ)	ছাত্র সংখ্যা (লক্ষ)	ছাত্র (শতাংশ)	ছাত্রী সংখ্যা (লক্ষ)	ছাত্রী (শতাংশ)	নীট ভর্তির হার (শতাংশ)
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫	৪৯.৫০	৮৫.৬৩	৫০.৫০	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯	৪৯.৬০	৯২.৯৩	৫০.৪০	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩	৪৯.৮০	৯৫.৪০	৫০.২০	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১	৪৯.৯৪	৯৮.০৪	৫০.০৬	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯	৪৯.৩০	৯৯.১৪	৫০.৭০	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯	৪৯.১৪	৯৬.৯৯	৫০.৮৬	৯৭.৯
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮	৪৯.৬০	৯৬.৭৫	৫০.৪০	৯৭.৯৬
২০১৭	১৭২.৫১	৮৫.০৮	৪৯.৩০	৮৭.৪৭	৫০.৬৮	৯৭.৯৭
২০১৮	১৭৩.৩৮	৮৫.৩৯	৪৯.২৫	৮৭.৯৯	৫০.৭৫	৯৭.৩৪
২০১৯	২০১.২২	৯৯.৬৯	৪৯.৫৫	১০১.৫৩	৫০.৪৫	৯৭.৩৪
২০২০	২১৫.৫১	১০৫.৬০	৪৯.০০	১০৯.৯১	৫১.০০	৯৭.৮১
২০২১	২০১.০১	১০১.৪২	৫০.৪৬	৯৯.৫৯	৪৯.৫৩	৯৭.৪২
২০২২	২০৫.৪৬	১০০.২৫	৪৮.৭৯	১০৫.২১	৫১.২৯	৯৭.৫৬
২০২৩	১৯৭.১৪	৯৬.০৯	৪৮.৭৪	১০১.০৪	৫১.২৬	৯৭.৭৬
২০২৪	২০১.৮৩	৯৮.৫৩	৪৮.৮২	১০৩.২৯	৫১.১৮	৯৪.৫৫

উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কারণে ইতোপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র শেষ না করতেই অনেক শিক্ষার্থীকেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে দেখা যেত। বর্তমানে সরকারের গৃহীত বাস্তবমুখি নানা কর্মসূচির ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্য সারণি ১২.৪ এ দেখানো হলো:

সারণি-১২.৪: বছরভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার (%)

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৪	১৯.২	১৮.৮	১৮.৬	১৭.৯	১৭.২	১৭.২	১৪.১৫	১৩.৯৫	১৩.১৫	১৬.২৫

উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে সাম্প্রতিককালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- **চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪):** এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা, স্কুল সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি, ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

- **বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ:** প্রতি বছরের ১ জানুয়ারি সব প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের (জাতিগত গোষ্ঠীসহ) নতুন বই বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে মোট ৯.১৯ কোটি বই বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সামগ্রীও বিতরণ করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- **SLIP (School Level Improvement Plan):** বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (SMC) মাধ্যমে 'স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP)' অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থী সংখ্যার ভিত্তিতে বাৎসরিক সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে ৫০,০০০-২,৫০,০০০ টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুই কিস্তিতে ৩৪৭ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- **উপবৃত্তি কর্মসূচি:** প্রাথমিক স্তরে শতভাগ শিক্ষার্থীকে অর্থাৎ অধ্যয়নরত ছেলে ও মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে ইএফটি'র মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের সর্ববৃহৎ সমাজিক সুরক্ষা কৌশল (প্রায় ১.১৬ কোটি সুবিধাভোগী)। উপবৃত্তি প্রদানের ফলে দারিদ্র বিমোচনসহ সকল শিশুর ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন হচ্ছে।

- **ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন:** সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ের ৯৮.৪ শতাংশ নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে এবং ৬১.৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে উন্নত ওয়াশ ব্লক রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪, চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হচ্ছে।

- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ:** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) ১৯১২০ জন, নব-নিযুক্ত শিক্ষকদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ ৫৮২৫ জন, আইসিটি প্রশিক্ষণ ১৮৯৮৯ জন, বিষয়ভিত্তিক বাংলা-৯২৪৫ জন, সাব-ক্লাস্টার ১৩৫৬৩, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ-৪৫০০ জন, প্রাক-প্রাথমিক ইনডাকশন-২৫ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

- **Education in Emergency:** জরুরি পরিস্থিতিতে (Education in Emergency) বিশেষত নদী ভাঙ্গানের ফলে বিলীন হওয়া বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/ মেরামত ও সংস্কার করা হচ্ছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১,১২৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ খাতে প্রায় ১৪.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- **ডিজিটাল অবকাঠামো এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার:** বর্তমানে ৯৬.৪ শতাংশ সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে এবং ৮৬.৪ শতাংশ

শিক্ষক আইসিটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। 'মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম' স্থাপন, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- **বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর জন্য শিক্ষা কার্যক্রম:** পিইডিপি-৪ এর 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' কার্যক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয় বহির্ভূত ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন ও শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সকল নীতি প্রণয়ন, শিক্ষার উন্নয়নে কর্মকৌশল গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ, পাঠদান ও পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণ, মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পাঠদানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থাকরণ এবং উচ্চতর শিক্ষায় বৈদেশিক বৃত্তি প্রদান করাও এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ। বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাযুজ্য বজায় রাখা এবং উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে প্রায়োগিক ধারণা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্ন্তভুক্ত করে দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মূল ভূমিকা পালন করে থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদাই, দাখিল, এসএসসি (কারিগরি), দাখিল (কারিগরি) এবং সাধারণ, কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে মোট ৩৯.৬০ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সেসিপ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি এবং ৩০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৯০,০০০ শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের এমপিও এর বেতন ভাতা বাবদ ১২৯২৯.৭৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতি অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণি, প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদেরকে রাজস্ব খাতভুক্ত ঘোষিত বৃত্তিসহ ২০২৪-২৫ অর্থবছর হতে রাজস্ব খাতভুক্ত সকল ধরনের বৃত্তির অর্থ G2P পদ্ধতিতে অনলাইনে EFT এর মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৯০ জন শিক্ষার্থীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (যাদের ব্যাংক হিসাব নম্বরসহ চাহিত সকল তথ্য সঠিক ছিল) ৯১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৮০ টাকা প্রেরণ করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৬৮০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩১৯৮টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (মহানগরী ও জেলার সদর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত অনলাইনে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক/কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১ হাজার ২৩২ জন শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৫৬০ জন নবীন শিক্ষককে (বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) ৫৬ দিনব্যাপী বেসিক ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে; শিখন ঘাটতি নিরূপণ ও ঘাটতি পূরণে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান বিষয়ক কৌশলপত্র বিস্তরণ বিষয়ে ৯৮৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার সমতা রক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি'র মাধ্যমে সারা দেশের মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত অসচ্ছল পরিবারের প্রায় ৫৮ লক্ষ মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই কেনা, পাবলিক পরীক্ষার ফর্ম পূরণ বাবদ প্রতিবছর প্রায় ২০০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। সারণি ১২.৫ এ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে (ষষ্ঠ থেকে দশম) এবং সারণি ১২.৬ এ উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে (একাদশ থেকে দ্বাদশ) উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ সংক্রান্ত ২০২০-২১ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত তথ্য দেখানো হলো:

সারণি ১২.৫: মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে (ষষ্ঠ থেকে দশম) উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

অর্থবছর	মোট শিক্ষার্থী (লক্ষ)			উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ বিতরণকৃত টাকা (কোটিতে)
	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	
২০২০-২১	১৫.৪৫	২৬.৫৩	৪১.৯৮	১৫৮৯.০৯
২০২১-২২	১৮.৭৯	২৯.৬৮	৪৮.৪৭	১৩২১.৭৭
২০২২-২৩	২০.২২	৩০.৩২	৫০.৫৪	১৪৭৫.৫২
২০২৩-২৪	২২.২৪	৩২.৫৩	৫৪.৭৯	১৬৩০.১৭
২০২৪-২৫	২০.০২	২৮.৬৩	৪৮.৬৫	১৪২২.৪৭

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

সারণি ১২.৬: উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে (একাদশ থেকে দ্বাদশ) উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

অর্থবছর	মোট শিক্ষার্থী (লক্ষ)			উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ বিতরণকৃত টাকা (কোটিতে)
	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	
২০২০-২১	৩.৪২	৭.১০	১০.৫২	৯২০.২৯
২০২১-২২	৩.৬২	৫.১২	৮.৭৪	৫৬৯.৬০
২০২২-২৩	৩.১৫	৪.৪৭	৭.৬২	৫০৩.৬০
২০২৩-২৪	২.৯৫	৪.৬৮	৭.৬৩	৫০০.৭৮
২০২৪-২৫	২.৯৬	৫.০৩	৭.৯৯	৫২৩.৩৭

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

- ঢাকা মহানগরীতে ১১ টি স্কুল এবং ০৬টি কলেজ ও ৭টি বিদ্যালয় (সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে) স্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৯টি (রংপুর বিভাগ-২টি, রাজশাহী বিভাগ-২টি, চট্টগ্রাম বিভাগ-২টি, ময়মনসিংহ, জয়পুরহাট ও শ্রীমঙ্গল চা বাগান) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ৯টি সরকরি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৮.০৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন এবং ০২টি বিদ্যালয়ের (জয়পুরহাট ও শ্রীমঙ্গল) শিক্ষা কার্যক্রম আগামী শিক্ষাবর্ষ (২০২৫-২৬) থেকে গ্রহণ করা হবে। ৩টি বিদ্যালয়ের [চট্টগ্রামের ২টি ও রাজশাহীর (ছোটবনগ্রাম মৌজা)] ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম ৭৫ শতাংশ (প্রায়) সম্পন্ন। অবশিষ্ট ৪টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান।
- 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পভুক্ত ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে নির্মাণাধীন ২৭টি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে ১১০টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ চলমান, আরো ৩৪টি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১০টি বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ চলমান এবং ৮টি বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য দরপত্র অনুমাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং ১৮টি বিদ্যালয়ে আইসিটি ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ এবং সিসিটিভি ক্যামেরা সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২২৩টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পে ২০০টি সরকারি কলেজের বিজ্ঞান ল্যাবসহ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- ‘তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোনয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,৬১০টি বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১ হাজার ৫শ ৮৯টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

- উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহ মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১০টি বিদ্যালয়ের ৩ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

- সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে ৬২টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনসহ ২৫০টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে; এবং

- ৭১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন এবং ৪৬টি জেলা শিক্ষা অফিসের সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

- একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তি-জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩৭,২১২ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১১,৩০৭টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও প্রায় ৬০,৩৬৮টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১২ হাজার ল্যাব স্থাপন করা হবে।

- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় চার লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ জানুয়ারি/২০২৫ হতে ইএফটি-তে (শিক্ষক-কর্মচারীদের স্ব-স্ব নামীয় ব্যাংকে) প্রেরণ করা হচ্ছে। এর ফলে প্রতি মাসের ১ম কর্মদিবসে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণ এমপিও’র অর্থ ইএফটিতে পাবেন। ফলে, আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রায় পাঁচ লক্ষ শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- সরকারি কলেজসমূহে আইসিটি শিক্ষকের ২৫৫টি পদ সৃষ্টি এবং ৩৮তম বিসিএসের মাধ্যমে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারভূক্ত অনলাইনে ১৩০টি সেবা (MyGov) সার্ভিস চালু করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন কার্যক্রম ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এর আওতায় নিয়ে এসেছে।

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েব সাইটে ই-বুক আপলোডের ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত যে কেউ পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে ডাউনলোড করে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতে পারছে; এবং

- নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির সকল বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত শিক্ষকগণের জন্য অডিও ভিজুয়াল প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে এবং সকল শিক্ষককে মুক্ত পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

সরকার ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)’ অর্জনকে সামনে রেখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ এ উন্নীত করার কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। একই সাথে দেশে-বিদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন, ইন্ডাস্ট্রি-ইন্সটিটিউট লিংকেজ স্থাপন, যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, জব ফেয়ার ও স্কিলস কম্পিটিশনসহ নানাবিধ কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক মানসম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী মানব সম্পদে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি মোট ১২,০৭৪টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ২১১টি সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। নারীদের সুবিধার্থে প্রতিটি বিভাগে ১টি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চালুর সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করতে এবং দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে TVET শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে।

বিপুল সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে Annual Sector Performance Report (ASPR) 2024, ‘TVET ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান ২০২৫-২০৩০ (TVET ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যান)’ ‘ভোকেশনাল ই-লার্নিং সেন্টার

অ্যাকশন প্ল্যান ২০২৫' এবং Bangladesh National Qualification Framework (BNQF) পলিসিসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) খাতের বার্ষিক কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন (ASPR) ২০২৪ প্রকাশিত হয়েছে, যা ২০২০-২০২৩ সালের অগ্রগতি তুলে ধরে। কারিগরি প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ৭,২৫৯ থেকে বেড়ে ১০,৫৯৫ (৪৬% বৃদ্ধি), শিক্ষক সংখ্যা ৫৪,০২৮ থেকে ৫৫,৩৩৮ (+২.৪%) এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১.২ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.২ লাখ (+৬২.৬%) হয়েছে। ড্রপআউট হার কমে ডিপ্লোমা স্তরে ৬.৩৪ শতাংশ, এসএসসি (ভোকেশনাল) ২৮.৯৫ শতাংশ এবং এইচএসসি (ভোকেশনাল) ৪৪.৩৯ শতাংশ হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ৩২.৮৬:১ এবং নারী অংশগ্রহণ ২৯.৫৩ শতাংশ হয়েছে। যুব (১৫-২৪ বছর) অংশগ্রহণ ৫.০৪ শতাংশ হলেও SDG লক্ষ্য পূরণের জন্য আরও বৃদ্ধি প্রয়োজন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য সুপারিশসমূহের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও রিটেনশন পরিকল্পনা প্রণয়ন, নারীদের জন্য টার্গেটেড ক্যাম্পেইন ও নিরাপদ ক্যাম্পাস সুবিধা নিশ্চিতকরণ, একক TVET MIS গঠন, শিল্প-শিক্ষা অংশীদারিত্ব স্থাপন, ড্রপআউট হ্রাস কৌশল প্রণয়ন এবং অক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগত পদক্ষেপ হিসেবে ASPR স্টিয়ারিং কমিটি গঠন, ডেটা সেল স্থাপন এবং অনলাইন ডেটা সিস্টেম উন্নয়ন করা হবে। ASPR প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের TVET খাতের উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

প্রচলিত ও গতানুগনিক শিক্ষাধারা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক ও যুগোপযোগী এবং উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাদ্রাসা শিক্ষায় ভর্তির হার ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিগত কয়েক বছরে মাদ্রাসা শিক্ষায় এনরোলমেন্ট বৃদ্ধিতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১০ সালে মাদ্রাসা শিক্ষায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৪ লক্ষ জন যা ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৮.৪৮ লক্ষ জনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মোট ৮,২২৯ টি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, বিগত তিন বছরে নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১,৮০০টি মাদ্রাসায় বহুতল (৪/৬ তলা) ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ১,৭৫৭টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,৬৪৬ টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে, ১৬৪৮টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে এবং ১,২৫৯ মাদ্রাসায় ১০০ শতাংশ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। MEMIS প্রকল্পের আওতায় ৮,২২৯ টি মাদ্রাসার প্রায় ১,৭৮,১৫১ জন শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি বাবদ প্রতি মাসে প্রায় ৪৩০ কোটি টাকা প্রেরণ করা হয় এবং তাদের এমপিও সংক্রান্ত আবেদন অনলাইনে নিষ্পত্তি করা হয়। সারাদেশের ১,৫১৯টি অনুদানভুক্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ৪,৪৪৩ জন শিক্ষক/কর্মচারীকে বছরে প্রায় ১৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। Establishment of Multimedia Classroom in 653 Madrasah প্রকল্পের আওতায় ৫৪১টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম স্থাপন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬৪,২৭৭ জন্য শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় উপবৃত্তি/মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং এবতেদায়ী থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কর্মমূখী করার লক্ষ্যে যুগোপযুগি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা পূর্বে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত না, বর্তমানে ভর্তির সুযোগ আছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে ৫৩৯টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা

বর্তমানে দেশে মোট ১৪৬টি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেল (IQAC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ৪৫টি পাবলিক এবং ১০১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুনভাবে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইকিউএসি গঠিত হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ইউজিসি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৫৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী সনদ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসপিকিউএ বিভাগ থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও কমিশনের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে 'Researcher Connect' শীর্ষক প্রশিক্ষণে ৬০ জন এবং 'Teaching Excellence Programme'-এ ৩০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

Strategic Plan for Higher Education (SPHE) ২০১৮-২০৩০ এর একশন প্ল্যান-১৯ 'Ensuring Intellectual Property Rights' এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গবেষকদের Intellectual Property Rights (IPR) সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করার জন্য ৫টি আঞ্চলিক কর্মশালায় ৮৬টি পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮০ জন শিক্ষক/কর্মকর্তা ও গবেষকগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো অধিকাংশ পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস (World IP Day) উদযাপন করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গবেষণা, টিচিং লার্নিং, টেকনোলজি ট্রান্সফার, ফ্যাব্রিকেশন ল্যাব এবং ইনোভেশন ল্যাব স্থাপনসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ দিতে ইউজিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Higher Education Acceleration and Transformation Project (HEAT) এর আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করা হয়েছে এবং প্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গবেষণা খাতে ৪.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। একই কাজের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১৪৮.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ আনয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠদানের পাশাপাশি উন্নতমানের গবেষণা, সাইটেশন, উদ্ভাবন, স্কোপাস ইনডেক্সড জার্নালে গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কমিশন কাজ করছে। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম Outcome Based Education (OBE) এর ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে। এছাড়া, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কর্মমুখী, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একাডেমিক রাইটিং এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরিতে যে কোনো ধরণের চৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধকল্পে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য হয় এমন নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করার নিমিত্ত সক্ষমতা যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ের অধীনস্থ সাত কলেজ নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের নিমিত্ত সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত/গবেষণারত এমএস, এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের ৩৩,৩৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণকে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১০-১১ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ২০৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০-১১ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬,৭০৫ প্রকল্পে ২২৪ কোটি ৩২ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণারত দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে ২০১০-১১ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ২,৪৪৬টি প্রকল্পে মোট ১৯ কোটি ৬ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ, জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও প্রদর্শনী আয়োজনে সহায়তার লক্ষ্যে ১,৬৬৫টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে ২০১০-১১ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন এবং বিজ্ঞানাগারে ব্যবহার্য কেমিক্যালস/যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে ২০১০-১১ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩,৭৪৭টি সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে ৩৩ কোটি ১৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের তথ্য জনগণকে অবগত ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের জন্য সেমিনার/প্রদর্শনী আয়োজন বাবদ ২০১০-১১ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৮৫৮টি উপজেলায় ৮ কোটি ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুণগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কালও বেড়েছে। ২০১৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলো:

সারণি ১২.৭: স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩*
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৮.১	১৮.১	১৮.৮	১৯.৮	১৯.৪
	শহর	১৫.৯	১৫.৩	১৬.৪	১৬.৬	১৭.০
	গ্রাম	২০.০	২০.৪	১৯.৫	২০.৮	২০.২
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪.৯	৫.১	৫.৭	৫.৮	৬.১
	শহর	৪.৪	৪.৯	৫.১	৫.৬	৫.২
	গ্রাম	৫.৪	৫.২	৬.২	৬.০	৬.৪
বিবাহের গড় বয়স (এক বা একাধিক বিবাহসহ)	পুরুষ	২৫.৩	২৫.২	২৫.৩	২৫.৩	২৫.৪
	নারী	১৮.৯	১৯.১	১৯.১	১৮.৮	১৮.৮
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৭২.৬	৭২.৮	৭২.৩	৭২.৪	৭২.৩
	পুরুষ	৭১.১	৭১.২	৭০.৬	৭০.৮	৭০.৮
	মহিলা	৭৪.২	৭৪.৫	৭৪.১	৭৪.২	৭৩.৮
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২১	২১	২২	২৪	২৭
	শহর	২০	২০	২১	২৪	২৪
	গ্রাম	২২	২১	২২	২৪	২৮
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২৮	২৮	২৮	৩১	৩৩
	শহর	২৬	২৬	২৬	২৮	৩০
	গ্রাম	২৯	২৮	২৯	৩২	৩৪
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি লাখ জীবিত জন্ম শিশু)	জাতীয়	১৬৫	১৬৩	১৬৮	১৫৩	১৩৬
	শহর	১২৩	১৩৮	১৪০	১৩৫	৫৬
	গ্রাম	১৯১	১৭৮	১৭৬	১৫৭	১৫৭
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (শতাংশ)		৬৩.৪	৬৩.৯	৬৫.৬	৬৩.৩	৬২.১
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.০৪	২.০৪	২.০৫	২.২০	২.১৭

উৎস: Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2023. (* সর্বশেষ)

কর্মজীবন পরিকল্পনা নীতিমালা ২০২৫

দীর্ঘ পাঁচটি দশকে স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ইতিবাচক প্রভাব জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়েছে। সুস্থ সবল জাতি, দক্ষ জনশক্তি তৈরীর পূর্বশর্ত। স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং সকল নাগরিকের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পরিপালনে বাংলাদেশ সরকার আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার জনকল্যাণমূলক স্বাস্থ্যখাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য ক্যাডারে বর্তমানে প্রায় ৩৮ হাজার চিকিৎসক কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন। এই বিশাল সংখ্যক চিকিৎসক কর্মকর্তার সুনির্দিষ্ট কর্মজীবন পরিকল্পনা তথা নিয়মিত ও সুষম পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করা সম্ভব হবে। এর ফলে দেশের জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিরবিচ্ছিন্ন রাখা সহজতর হবে এবং এসডিজি-র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন, ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ অর্জনসহ স্বাস্থ্য খাতের অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ‘কর্মজীবন পরিকল্পনা নীতিমালা ২০২৫’ এর একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তাবণা তৈরি করেছে। ইতঃমধ্যে তা সর্বস্তরের অংশীজনের (স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, বিএমডিসি-সহ) সাথে শেয়ার করতঃ অংশীজনদের বিজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে তৈরিকৃত প্রস্তাবণায় প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবার মধ্যে রয়েছে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা; নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা; প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা; সীমিত নিরাময় সেবা; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কাউন্সেলিং; পুষ্টি সেবা ও অনুপুষ্টি সরবরাহ; জরুরি ও জটিল রোগীদের উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফারেল; প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী থাকা সাপেক্ষে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনা; অজ্ঞাত রোগ বিশেষ করে ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ প্রাথমিকভাবে শনাক্তকরণ ও রেফারেল ইত্যাদি। ৩ ধরনের পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী, ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ ঔষধসহ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ২৭ প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। প্রতি বছর প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে প্রায় ১.৫৫ লক্ষ টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়। ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ১৪২ কোটি'র অধিক ভিজিটরের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ সেবা গ্রহণ করেছেন এবং এর মধ্যে ১ কোটির অধিক জরুরি ও জটিল রোগীদের উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ১৪,২৯৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক 'কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি)' নিয়োগপূর্বক তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পর্যাপ্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

টিকাদানের মাধ্যমে টিকা দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক রোগ হতে শিশু, কিশোরী ও নারীদের সুরক্ষিত রাখার জন্য ইপিআই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় মোট ১১টি রোগের বিরুদ্ধে উল্লিখিত জনগোষ্ঠীকে দেশব্যাপী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩ সালে ঢাকা বিভাগে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের ক্যাম্পেইন ও রুটিন কার্যক্রম সম্পন্ন হয় পরবর্তীতে ২০২৪ সালে বাকি ৭ বিভাগে ক্যাম্পেইন ও রুটিন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। ২০২৫ সালে হতে রুটিন কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৫ সালে ইপিআই এ আরেকটি নতুন টিকা (টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন) সংযোজনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, Vax EPI জাতীয় রেজিস্ট্রি এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত টিকাদান রেজিস্ট্রি ও ক্যাম্পেইন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যা রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং, কভারেজ মনিটরিং এবং প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সম্ভব করেছে।

কাভারেজ ইভ্যালুয়েশন সার্ভে ২০২৩ অনুযায়ী, দেশের টিকাদান কাভারেজ বর্তমানে ৮১.৬ শতাংশ। ২০২৪-২৫ (১৫ মার্চ ২০২৫) অর্থবছরে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় ৪৫,৮৪৬.৬১ লক্ষ টাকার ভ্যাকসিন ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও বৈদেশিক সহায়তা ১০০,৩৬৫.৯৬ লক্ষ টাকার টিকা ক্রয় ও দেশব্যাপী সরবরাহ করা হয়েছে। সারণি ১২.৮ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলো:

সারণি ১২.৮: ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (শতাংশ)	ওপিভি-১ (শতাংশ)	ওপিভি-২ (শতাংশ)	ওপিভি-৩ (শতাংশ)	পেন্টা-১ (শতাংশ)	পেন্টা-২ (শতাংশ)	পেন্টা-৩ (শতাংশ)	হাম (শতাংশ)	এম আর-১ (শতাংশ)	এম আর-২ (শতাংশ)	সকল টিকা (শতাংশ)
২০২০	৯৭.৩	৯৫.৯	৯৩.৯	৯২.৬	৯৫.৭	৯৩.৭	৯২.৫	৯১.৪	৯২.৮	৯১.৮	৯২
২০২১	১০৩.২	১০২.১	১০১	৯৯.৯	১০২.১	১০০.৯	৯৯.৭	৯৯.৭	৯৯.১	৯৭.২	৯৯.৩
২০২২	১০৪.২	১০৩.৩	১০২.৫	১০১.৬	১০২.৮	১০১.৮	১০১	--	১০১	৯৮.২	৯৯.৯
২০২৩	৯৮.৮	৯৮.৮	৯৮.৪	৯১.৬	৯৮.৫	৯৮	৯১.৬	--	৮৬.১		৮১.৬
২০২৪	৯৮.৭	৯৬.১	৯৩.৪	৯০.০	৯৪.৮	৯২.৮	৯০.২	--	৯৭.৯	৯৬.১	৯৭.৩

উৎস: Bangladesh EPI CES ২০২৩, DHIS2 ২০২০, ২০২১, ২০২২ , ২০২৪।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা

গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা তৃণমূল পর্যায়ে নিশ্চিত করার জন্য ১২,৪৮০ জনকে কমিউনিটি স্কীলড্ বার্থ এ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রসবোত্তর রক্ত ক্ষরণের কারণে মাতৃমৃত্যু রোধকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে Injection Oxytocin এর ব্যবহার এবং Active Management of Third Stage of Labour (AMTSL) কার্যক্রম চালু ও জোরদার করা হয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের রক্তক্ষরণের কারণে মাঠ পর্যায়ে মাতৃমৃত্যু রোধকল্পে Tab Misoprostol বিতরণ কার্যক্রম সকল জেলায় চালু করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে এমএসআর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত

করা হয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের খিঁচুনী (এক্লাম্পিশিয়া) প্রতিরোধে Injection MgSO4 সরবরাহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের ১৯টি জেলায় প্রসবকালীন মৃত্যুর নজরদারি এবং এর প্রতিক্রিয়া Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, ইউনিসেফের কারিগরি সহায়তায় ২২টি জেলা, ইউএনএফপিএ-এর সহায়তায় ১৮টি জেলা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সহায়তায় ২টি জেলায় MPDSR কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পুষ্টি সেবা

মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪৩৬টি Severe Acute Malnutrition (SAM) কর্নার চালু আছে। দেশব্যাপী শিশুর অপুষ্টিরোধ করার জন্য ৫৮১টি Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) ও পুষ্টি কর্নার চালু রয়েছে। বস্তি, গ্রামের দূর্গম এলাকা বিশেষত চর, হাওড় এলাকায় জনগণের মাঝে পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য এনএনএস বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ ও দেশী-বিদেশী বেসরকারী সাহায্য সংস্থারসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় পুষ্টি পরিষদ-এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিগরী সহযোগীতায় 'দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২৫' অনুমোদিত হয়েছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৯ এ দেখানো হলো:

সারণি ১২.৯: বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০০৭ (%)	২০১১ (%)	২০১৪ (%)	২০১৭-১৮ (%)	২০২১-২২ (%)	এনএনএস-এর লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪/২৫)
স্বল্পওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৪১.০	৩৬.৪	৩২.৬	২২	২২	২৫%
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং)শিশু (০-৫৯ মাস)	৪৩.২	-	৩৬.১	৩১	২৪	১৮%
কৃশকায় (ওয়াসটিং)শিশু (০-৫৯ মাস)	১৭.৪	১৬	১৪.৩	০৮	১১	<৫%
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	-	-	২২.৬**	২২.৬	-	<১৮%
জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৪৭.১	৫০.৮	৬৯	-	৬০%
গভর্বতী রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-	-		এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস
কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-	-	-	
শিশুর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-	-	-	
রাতকানা রোগের হার	-	-	০.২	০.২	-	<১%
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবণ ব্যবহারের হার	-	৮২	-	-	-	এক-তৃতীয়াশ হ্রাস
শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৬৪	৫৫.৩	৬৫	-	৬৫%
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৮৮	৬০	৯২*	৭৯	-	৯০>%

সূত্রঃ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ২০০৭, ২০১১, ২০১৪, ২০১৭-১৮, ও ২০২১-২২; *সামাজিক ও বাজার গবেষণা কেন্দ্র ২০১৫; ** জাতীয় জন্মকালীন কম ওজনের সার্ভে ২০১৬।

বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা

হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম)- ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির অন্তর্গত একটি অপারেশনাল প্লান হিসাবে দেশের সকল জেলা ও তদুর্দ্ধ পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে মেডিকেল যন্ত্রপাতি, এমএসআর, ঔষধ এবং কেমিক্যাল ও রিএজেন্ট সরবরাহ এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্র, স্ক্যানু প্রভৃতি বিশেষায়িত সেবা অব্যাহত রাখর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অত্যাবশকীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতিসমূহ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে। এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি, এনেসথেসিয়া মেশিন, ডায়াথার্মি, ওটি টেবিল ও লাইট, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, আধুনিক নিউরোসার্জারি ও ইউরোলজির যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। ৩৫টি শিশু বিকাশ

কেন্দ্রের রোগী সেবা কার্যক্রম এবং ৫৯টি স্ক্যানুতে নবজাতকদের সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। দেশের ১৯৩টি ব্লাডব্যাংকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ক্রয়কৃত ব্লাড ব্যাগ, স্ক্রিনিং রিএজেন্ট, ব্লাড ফ্রিজার, এফেরেসিস মেশিন প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসেবে মোট ৩২টি হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য একটি জেন্ডারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব হাসপাতালে নারীর মর্যাদা ও সমতা রক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৬০টি জেলা হাসপাতালে সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার 'অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালু করে সম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সরকারের নানা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৬১ শতাংশ, যা হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে হয়েছে ১.২২ শতাংশ (সূত্র: জনশুমারী ২০২১ এর প্রতিবেদন)। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্মে ১৩৬ অর্জিত হয়েছে (সূত্র: এসভিআরএস-২০২৩), প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত ৭০ শতাংশ এ উন্নীত হয়েছে (সূত্র: বিডিএইচএস-২০২২)। একই সাথে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও বেড়েছে। ১৯৭৫ সনে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ছিল ৭.৭৭ শতাংশ যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সনে ৬৪ শতাংশে উপনীত হয়েছে (সূত্র: বিডিএইচএস-২০২২)। অপূর্ণ চাহিদার হার ১৭.৬০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১০.৫৫ শতাংশ হয়েছে (সূত্র: বিডিএইচএস-২০২৩)। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ। ৫০০টি মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ সেবা চালু করে মা ও শিশু প্রজনন ও কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাতৃস্বাস্থ্য সেবার জন্য ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। কৈশোর মাতৃত্বরোধে এ পর্যন্ত ১২৫৩টি কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১০.১২ লক্ষ কিশোরীকে স্যানেটারী ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহ রোধ, কুফল সম্পর্কে ও কৈশোর মাতৃত্বরোধে কাউন্সিলিং করা হচ্ছে যার ফলে বাল্যবিবাহের হার এবং কৈশোরকালীন গর্ভধারণের হার হ্রাস পেয়েছে।

৪৫টি জেলার ৩২৩টি উপজেলায় Electronic Management Information System (e-MIS) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে 'মাসিক সার্ভিস স্ট্যাটিসটিক্স প্রতিবেদন' এবং মাসিক লজিষ্টিক্স প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা তথা গর্ভকালীন সেবা, প্রসব সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা পৌঁছে দিতে পরিবার কল্যাণ সহকারীদের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী পরিদর্শন, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য সরকার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করায় স্বাস্থ্য শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর পর বর্তমানে খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, মানসম্মত মেডিকেল শিক্ষা সমুন্নত রাখা, মেডিকেল শিক্ষার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজসমূহে স্নাতক পর্যায়ে যথাক্রমে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্স চালু রয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে।

মেডিকেল শিক্ষাকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৫টি মেডিকেল কলেজ ও ১টি ডেন্টাল কলেজে সিমুলেশন ল্যাব তৈরী করা হয়েছে, ২টি মেডিকেল কলেজে সিমুলেশন ল্যাব স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট মেডিকেল কলেজসমূহে স্থাপন করা হবে। মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, আইএইচটি ও ম্যাটসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার ও আইটি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং কম্পিউটার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজের শিক্ষার্থীদের পাঠদান সহজতর করার লক্ষ্যে ই-লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মেডিকেল, ডেন্টাল

কলেজ, আইএইচটি এবং ম্যাটস এর শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে আধুনিক মানের ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। গবেষণা খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২১ সালে এমবিবিএস কারিকুলাম যুগোপযোগী করা হয়েছে, অতি সম্প্রতি বিডিএস কারিকুলামও আধুনিকায়নের কাজ শেষ হয়েছে। তাছাড়া, ম্যাটস ও আইএইচটি'র কারিকুলাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে।

নার্সিং সেবা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্স ও মিডওয়াইফ জনবল তৈরি এবং পদায়নের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪০,৮৬২ জন নার্স এবং ২,৫৩৭ জন মিডওয়াইফ কর্মরত আছেন। নার্সিং শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এই অধিদপ্তর নার্স ও মিডওয়াইফদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও উন্নয়ন, নার্সিং সেবা প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা, নার্সদের পেশাগত উন্নয়ন, গবেষণা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও জনসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম নার্সিং শিক্ষার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান "জাতীয় নার্সিং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NIANER)" প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে নার্সিং এ মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান, অনলাইন শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা কার্যক্রম এবং কমিউনিটি নার্সিং কেয়ার চলমান আছে। কোরিয়া ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৫৪ জন নার্স পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন; বর্তমানে বিদেশে ২৩ জন নার্স নার্সিং এ স্নাতকোত্তর এবং ৮ জন নার্স পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত রয়েছেন; সরকারি চাকুরী থেকে লিয়েন নিয়ে ৩৪৭ জন নার্স বিদেশে কর্মরত আছেন। জুলাই ২০২৪ হতে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫,৫৭০ জন নার্স ও মিডওয়াইফকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং এর চারটি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান: নারী বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি

দেশের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন' প্রকল্পের আওতায় ৮০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার নারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ৭১ হাজার ৬৫০ জন নারী উদ্যোক্তাকে বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ২০২৫ পর্যন্ত ৫১ হাজার ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৫ পর্যন্ত ১৩৬টি উপজেলা, ০৭টি আবাসিক ও ১টি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং, বিউটিফিকেশন, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইংমেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স, লেদার অপারেটর, মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ, পেস্ট্রি এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট, হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী, মোটর সাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিশিয়ান, আধুনিক গার্মেন্টস, মোমবাতি তৈরি, শো-পিস তৈরি, টেইলারিং, ক্যান্ডি মেকিং, বিউটিফিকেশন, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কাগজের প্যাকেট তৈরি, কিচেন গার্ডেনিং, দর্জি এমব্রয়ডারী বিষয়ে ৪৪,৬০৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলাদের দারিদ্র বিমোচনে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ৬৪ জেলার ৪৯৩টি উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩,৫৮৯ সদস্যকে ১২.৪৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এছাড়া, জাতীয় মহিলা সংস্থা ১০৮টি উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১,৪৩৮ সদস্যকে ৩১২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেছে।

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রম

ভিডব্লিউবি কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৪৯৩টি উপজেলায় ১০,৪০,০০০ উপকারভোগীকে ৩০ কিলোগ্রাম চাল/পুষ্টি চাল (২০৫ উপজেলায় পুষ্টি চাল) বিতরণ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন, ২০২৫ পর্যন্ত এ বাবদ মোট বাজেট বরাদ্দ ২২০৩০.৯৯ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ২১৪৫৭.৫৮ কোটি টাকা।

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে দেশের দু:স্থ, অসহায় ও নির্যাতিত মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীদের বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক কলহ মিমাংসা, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, স্ত্রী ও সন্তানের ভরনপোষণ আদায়, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের দেনমোহর ও সন্তানের ভরণপোষণ আদায়ের মাধ্যমে মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে যে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে নির্যাতিত মহিলাদের পক্ষে সেলের আইনজীবির মাধ্যমে আদালতে মামলা পরিচালনা করা হয়। মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্যাতিতা ও আশ্রয়হীন মহিলাদের বিনা খরচে অভিযোগ/মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৬ মাস, বিশেষ প্রয়োজনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে ৩ মাস এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আরো ৩ মাস মোট ১ বছর অনুর্ধ ১২ বছরের দুটি সন্তানসহ আশ্রয় প্রদান করা হয়। পাশাপাশি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রে অবস্থানকালীন বিনা খরচে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ট্রেডে (সেলাই, কাটিং, উল নিটিং ও এমব্রয়ডারি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প

সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক কিশোর কিশোরীদের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সক্ষম করা এবং Sexual & Reproductive Health and Rights (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করে। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করে। সম্পূর্ণ জিওবি ৫৫১.৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ এপ্রিল ২০১৮- জুন ২০২৫ (সংশোধিত) মেয়াদে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ১০৭.৭৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৯২.৭৩ কোটি। প্রকল্পের আওতায় ৪,৮৮৩টি ক্লাব স্থাপন করা হবে এবং এ ক্লাবের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ৭.৩২ লক্ষ কিশোর কিশোরীকে সুবিধা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, প্রতি ক্লাবে ৩০ জন, যার মধ্যে কিশোর ১০ জন, কিশোরী ২০ জন এবং যাদের বয়স হবে ১০-১৯ বছরের মধ্যে।

শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি

ঢাকা শহরে ২৫টি, বিভাগীয় শহরে ৫টি এবং জেলা শহরে ১৩টি সর্বমোট ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে সকাল ৮:৩০ টা হতে বিকাল ৪:৩০ টা পর্যন্ত ০৬ মাস হতে ০৬ বছর বয়সী শিশুদের নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হয়। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুষম খাবার প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুবিধাদি শিশুদেরকে এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মজীবী মায়েদের সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সেবাপ্রাপ্ত শিশুর লক্ষ্যমাত্রা ২,৮৩০ জন, মোট সেবাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা ২,১২৪ জন এবং কর ব্যতীত মোট রাজস্ব আদায় ৩৪,০৫৬ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট রাজস্ব বাজেট ৮৯৭.৩৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৮৪১.০০ লক্ষ টাকা।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি

সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং গর্ভবতী মা, কম আয়ের কর্মজীবী মায়ের গর্ভকালীন শিশুর ০-৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে কর্মসূচিটি স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে শুরু হয় এবং কর্মসূচির উদ্দেশ্য, যোগ্যতার মানদন্ড এবং শিশুদের প্রথম ১০০০ দিনে পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়। কর্মসূচির অধীনে দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের ২০-৩৫ বছর বয়সী গর্ভবতী মা শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় (সর্বোচ্চ দু'জন) সন্তানের জন্য প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে ৩৬ মাস ভাতা প্রাপ্ত হন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির মোট বাজেট বরাদ্দ ১৬২২.৭৫ কোটি টাকা। কর্মসূচির আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সারা দেশে সকল ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং গার্মেন্টস কারখানায় ১৭.৭৭ লক্ষ উপকারভোগীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ শিশুকে সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুস্থ, দরিদ্র, এতিম, বয়স্ক, বিধবা, বিপন্ন শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কল্যাণ, অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত নবজাত শিশুদের লালন-পালন,

ভবঘুরেদের পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনবার্সন, পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান, এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলছে। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে দারিদ্র্যসীমা ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনাই হচ্ছে এ সকল কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে; ১. বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম, ২. বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম, ৩. প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম, ৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম, ৫. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, ৬. বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, ৭. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৮. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি ৯. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ১০. ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি এবং ১১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।

সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির জন্য মোট ৯৬৩০.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৬০.০১ লক্ষ জন এবং জনপ্রতি ভাতার পরিমাণ ৬০০ টাকা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৭.৭৫ লক্ষ জন এবং জনপ্রতি ভাতার পরিমাণ ৫৫০ টাকা, প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩২.৩৪ লক্ষ জন এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ৮৫০ টাকা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে জনপ্রতি যথাক্রমে মাসিক ৯০০ টাকা, ৯৫০ টাকা, ১০৫০ টাকা ও ১৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় শুধুমাত্র এ চারটি কার্যক্রমের উপকারভোগী সর্বমোট ১ কোটি ২১ লক্ষ ১০ হাজার জন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এ সকল ভাতাভোগী MFS প্রতিষ্ঠান 'নগদ', 'বিকাশ' এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে G2P পদ্ধতিতে ভাতা গ্রহণ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১২টি এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০টিসহ মোট ২৬২টি দারিদ্র প্রবণ উপজেলায় ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য শতভাগ মানুষকে বয়স্ক ও বিধবা ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়াও সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে ভাতার আওতায় আনা হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্পগুলি দেশের ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এতিম, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, নিঃস্ব, দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা জাল নিশ্চিত করার পাশাপাশি আর্‌থ-সামাজিক উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ, দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যুব ও ক্রীড়া

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫

'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' হলো বাংলাদেশে তারুণ্যের শক্তি ও উদ্যমকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও বিশ্বকে ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে নিয়ে যাওয়ার একটি উদ্যোগ, যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো তরুণদের একত্রিত করা, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা। তারুণ্যের উৎসবের প্রথমার্ধের অভূতপূর্ব সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' পালনে লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এ উৎসব আয়োজনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

যুব উন্নয়ন

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। যুবদের সঠিক দিক-নির্দেশনা, কর্মোপযোগি কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে

স্বাবলম্বীকরণ, যুবঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি চালু রয়েছে। ১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৭৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৯৫ জন যুবক ও যুবনারীকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২.৭২ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৩৪ হাজার ৩৩১ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ১০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৭৭ জন উপকারভোগীকে ২৭১২ কোটি ৮১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৫৩৩৭ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১৫১.৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৫.৯১ শতাংশ। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৮০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৭ জন যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবনারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকরি লাভে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন।

ক্রীড়া উন্নয়ন

যে কোন দেশের তরুণ সমাজ ও জনগণের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উৎকর্ষতা একমাত্র শরীর চর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা, সুস্বাস্থ্য, নেতৃত্ব ও চরিত্র গঠনে খেলাধুলার অবদান অপরিসীম। বিশেষ করে দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে ক্রীড়া কার্যক্রমে আগ্রহী করে প্রাণ চাঞ্চল্য ও চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পারস্পারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টিতেও খেলাধুলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও খেলাধুলা যুগযুগ ধরে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশ হতে আগত খেলোয়াড়দের মেলামেশার মাধ্যমে একে অন্যের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়। বিশ্ব অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, বিশ্বকাপ ক্রিকেট-এর মত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদগণ নিজ নিজ দেশের জন্য অর্জন করেন সম্মান, সুনাম ও গৌরব। খেলাধুলার উন্নয়নে ক্রীড়া অবকাঠামোর উন্নয়ন অপরিহার্য। সে প্রেক্ষিতে, সীমিত সম্পদ সত্বেও সরকার দেশে খেলাধুলার সুবিধাবলী সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ক্রীড়া উন্নয়নে ৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ২২২.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২১টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকার দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, মুক্ত চিন্তার প্রসার এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে। এ লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৯৬.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পুথির লিপ্যন্তর করে বাংলায় বই প্রকাশ এবং পুথি সামগ্রীর ভৌত সংরক্ষণ ও ডিজিটাল মহাফেজকরণ পাইলট প্রকল্প'টি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জ্ঞানভিত্তিক ও মননশীল গবেষণা ও চর্চায় পাঠক ও গবেষকগণ উৎসাহী হবেন। যা বাংলাদেশে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য মনস্ক সমাজ তথা জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন সংস্কৃতি চিহ্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে ইতিহাস পুনরুদ্ধার এবং আবিষ্কৃত স্থাপত্যিক কাঠামোর সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের কাজ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর করে থাকে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রত্নস্থলসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন কীর্তিগুলো সংস্কার-সংরক্ষণ করে দেশি-বিদেশী পর্যটকদের নিকট যুগোপযোগী উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ও নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পাঠকদের চাহিদা মোতাবেক পুস্তক ও পাঠসামগ্রী সংগ্রহ, সংগঠন, বিন্যাস এবং সরবরাহ করা, অনলাইনে পড়ার সুযোগ সম্বলিত ই-বুক, সাময়িকীসহ বিভিন্ন পাঠসামগ্রী পাঠকদের নিকট পৌঁছে দেয়া। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত ১২টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা,

তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, লুসাই, পাংখোয়া, বম, খিয়াং, চাক, খুমী ও গুর্খা) ঐতিহ্যবাহী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐ সকল সংস্কৃতিকে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে আগত প্রশিক্ষণার্থীরা ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম

২০২৫ সালে সরকারি মাধ্যমে ৫,০৯১ জন এবং বেসরকারি মাধ্যমে ৮১,৬৬৬ জনসহ মোট ৮৬,৯৫৭ জন হজযাত্রী সুষ্ঠুভাবে হজব্রত পালন করেছেন। হজ-২০২৫-এ বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব পর্বের হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পালন করা হয়। হজ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালে হজযাত্রীদের প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের হজ প্যাকেজের মূল্য ২০২৪ সালের চেয়ে ৭৩,০০০ টাকা হ্রাস করা হয় এবং সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সীমিত জনবলের মাধ্যমে হজ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০২৫ সালের হজে সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজ ও বাড়িভিত্তিক ৪৯৭৮ জন হাজির অনুকূলে সৌদি আরব পর্বের অব্যয়িত ৮.৪৬ কোটি টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

এ মন্ত্রণালয় হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২,৯৬৪টি মসজিদ সংস্কার বাবদ ১৭.১৭ কোটি টাকা, ৩০৭টি মন্দিরকে ১.৪৩ কোটি টাকা, ১১২টি প্যাগোডাকে ৫৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ২৯টি গীর্জাকে ১৪.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭৩৩টি ঈদগাহ/কবরস্থানে ৩.৯৭ কোটি টাকা, ৫৭টি হিন্দু ধর্মীয় শ্মশানকে ২৯.৯০ লক্ষ টাকা, ২৯টি বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশানকে ১৫.৫০ লক্ষ টাকা এবং ০১টি খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রিকে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যাকাত বোর্ডের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১.১২ কোটি টাকা যাকাত আদায় হয়েছে এবং ২৫,৪৫৩ জন সুবিধাভোগীকে তা বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ১৫৭টির নির্মাণ কাজ চলমান এবং ৫৭টির স্থান নির্বাচন কার্যক্রম চলমান। 'নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৮ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে ১.৪৬ কোটি শিক্ষার্থীকে কুরআন শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ৭৬,৬৭০ জন ইমাম, মুয়াজ্জিন ও শিক্ষিত নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকার পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম' এই ভিশনকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ৭৮৯.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় (এডিপিভুক্ত-১৬টি এবং উন্নয়ন সহায়তার আওতায় ২,১২৯টি স্কিম) সর্বমোট ২,১৪৫টি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতে তথা- স্থানীয় সরকার ৩০ শতাংশ, যোগাযোগ ২৭.৩৪ শতাংশ, ভৌত অবকাঠামো, গৃহায়ন ও কমিউনিটি ১৩.৮২ শতাংশ, কৃষি ৯.৮৪ শতাংশ, সমাজকল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষা ৬.০৬ শতাংশ, শিক্ষা ৫.২৭ শতাংশ, ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ২.২৯ শতাংশ ও অন্যান্য খাতে (স্বাস্থ্য, শিল্প ও পরিবেশ) ৫.৬৭ শতাংশ প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলের পল্লী ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪০০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প (২য় পর্যায়)' গ্রহণ করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৮.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'খাগড়াছড়ি জেলাস্থ লক্ষীছড়ি উপজেলা সদর হতে বর্মাছড়ি বাজার পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৪৫.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বান্দরবান জেলার উপজেলাগুলোতে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক।

সম্প্রচার কার্যক্রম

সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক তথ্যের প্রবাহধারায় জনগণকে সম্পৃক্ত, অবহিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কাজ করে চলছে। সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয় থেকে সরকারের শীর্ষ পর্যায়সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রেরণ করা হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ, বর্তমান সরকারের সংস্কার কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কিত সংবাদ নিয়মিত বুলেটিন ও বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র আধুনিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ সমস্ত প্রকল্প/কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপি গণমাধ্যমসহ সম্প্রচার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে দেশবাসীকে সঠিক, যুগোপযোগী, গুনগত তথ্যসহ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন বিষয়ে অবগত করার জন্য দক্ষ ও সৃজনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রয়াস এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অব্যাহত রেখেছে।

বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রায় ৩,৭৩২.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্প বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, তথ্যের মূলধারায় জনগণকে সম্পৃক্ত, অবহিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনাজনিত আহত এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে কল্যাণ অনুদান হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬ কোটি ৮২ লাখ ৪০ হাজার টাকা ১,১০৬ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে ০৬ জন শহীদ সাংবাদিক ও ১৯২ জন আহত/সাহসী সাংবাদিকের মাঝে ৫৪ লক্ষ টাকাসহ ক্রেস্ট ও সদনপত্র বিতরণ করা হয়েছে। একটি গতিশীল, অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ তথ্য প্রবাহ ব্যবস্থাপনার রূপকল্প নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

সংস্কার ও সুশাসন

রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন; পুলিশ সংস্কার কমিশন; বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন; দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন; জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন; সংবিধান সংস্কার কমিশন; নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন; শ্রম সংস্কার কমিশন; স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন; গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন এবং স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। সংস্কার কমিশনগুলো সাবেক বিচারক, সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, গবেষক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে গঠিত। প্রতিটি সংস্কার কমিশনে একজন ছাত্র প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ থেকে বাছাইকৃত অতিগুরুত্বপূর্ণ ৩৬৭টি সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কাজ করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রণালয়/বিভাগের এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়/পরিবীক্ষণ করছে। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও গ্রহণ, রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা এবং বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।

সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি দপ্তর/সংস্থায় সুনির্দিষ্ট নিয়মে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে উপস্থাপন নিশ্চিত করা হলে জনসাধারণের নিকট সেবার তথ্য সহজলভ্যভাবে উপস্থাপিত হয় এবং সরকারি সেবা যথাসময়ে প্রাপ্তি ও সেবার মান সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকদের মতামত জানানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। তদুপরি ওয়েবসাইটে উপস্থাপিত/প্রদর্শিত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির তথ্য সুনির্দিষ্ট নিয়মে উপস্থাপন করা হয়। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন ছাড়াও পদোন্নতি ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়। ২০১০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ৪৩,৯৯৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন, স্বশাসিত এবং নিরপেক্ষ সংস্থা। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের লক্ষ্যে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, এজাহার দায়ের, তদন্ত ও আদালতে মামলা পরিচালনার পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য সুশাসন, জবাবদিহিতা ও বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে সরকারের পাশাপাশি কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ, তদন্ত ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী যুগপৎ কাজ করে যাচ্ছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গণ-সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে দেশের প্রতিটি মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৫০৪টি ‘দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি’ গঠন করা হয়েছে। দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬) চালুর মাধ্যমে সহজে জনসাধারণ দুর্নীতির প্রাত্যহিক অভিযোগসমূহ সরাসরি দুদকে উপস্থাপন করতে পারছে। টোল ফ্রি হটলাইন ‘১০৬’ এ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যেখানে ‘+৮৮০৯৬১২১০৬১০৬’ নম্বরে প্রবাসী নাগরিকগণ সরাসরি কল করে সহজেই অভিযোগ জানাতে পারছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের টোল ফ্রি হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট পরিচালনা করা হচ্ছে যা দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছে। গত জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত মোট ১,৫৩৯টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ৫৪৮টি অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।